গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | ৬ - ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

৬ ডিসেম্বর
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস

৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দিবস হিসাবে পালন করার আহ্বান জানিয়ে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ৬ ডিসেম্বর এ দেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক দিন। ১৯৯২ সালের এই দিনটিতে ৪০০ বছরের এক ঐতিহাসিক সৌধকে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনায় মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল এ দেশের মাটিতে ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করতে। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি এবং নির্বাচনী স্বার্থে তা ব্যবহারের হীন উদ্দেশ্যে এই ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়েছিল শাসক দল বিজেপি। এখনও একই ভাবে মিথ্যা অজুহাত তুলে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলছে।

সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ঘটনা ঘটছে, যা অত্যন্ত বেদনার। এ কথা ঠিক, সে দেশেও সাম্প্রদায়িক শক্তি আছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক অতীতে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সকল স্তরের জনসাধারণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তি সাম্প্রদায়িকতার এই ক্ষতিকর উত্থান

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৯টি রাজ্যের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে
দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

ছাত্র সমাজ বিজেপি সরকারের নয়া শিক্ষানীতি মানছে না। মানছে না শিক্ষাকে বাণিজ্যে পরিণত করার নীতি। মানছে না শিক্ষার সিলেবাসে অবৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর অনুপ্রবেশ। 'টাকা যার শিক্ষা তার'— এই নীতি বাতিল করতে তারা সরকারকে বাধ্য করবেই। শিক্ষা বাঁচাও, সংস্কৃতি বাঁচাও, রক্ষা করো মনুষ্যত্ব—এই আহ্বান নিয়ে এ আই ডি এস ও-র ডাকে দেশের ২৯টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর দিল্লির বুকে এই দাবিগুলিই তুলে গেল ২৭-২৯ নভেম্বর সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে।

শহিদ উধম সিং-এর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামের সম্মেলনস্থলকে অভিহিত করা হয়েছিল

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে এআইডিএসও সমাবেশের একাংশ

বাংলাদেশের ঘটনা প্রসঙ্গে
বাসদ (মার্ক্সবাদী)

চট্টগ্রামের ঘটনার প্রেক্ষিতে ২৭ নভেম্বর ২০২৪, বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র বক্তব্য ঃ

সরকারের প্রতি আহ্বান— সকল রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সম্মিলিত সভা আহ্বান করুন।

জনগণের প্রতি আহ্বান— নিজেদের সংযত রাখুন, গণআন্দোলনের ঐক্য সুসংহত রাখুন।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী) -র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা এক বিবৃতিতে বলেন, গত কাল ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে সংর্ঘের ঘটনায় একজন আইনজীবীর নিহত হওয়ার ঘটনায় আমরা নিন্দা জানাই। একই সাথে দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীকে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।

গত কালের এ সংঘর্ষ উদ্বেগজনক। আমরা দেখছি যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষও হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত হচ্ছেন এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রাখছেন। এই প্রচারের বিরুদ্ধে সকল সচেতন মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

পরাজিত আওয়ামি লিগ ও তাকে আশ্রয় দেওয়া সাম্রাজ্যবাদী ভারতের বিজেপি সরকার ঐক্যবদ্ধ। তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে গণঅভ্যুত্থানের সময় গড়ে ওঠা ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করতে চায়। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের চেতনা তা ছিল না। এই অভ্যুত্থানে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রাণ দিয়েছেন একটা গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য। তাদের রক্তের দাগ এখনও মুছে যায়নি। তারা এই ধরনের বিভক্তি ও বিদ্বেষের বাংলাদেশ দেখতে জীবনদান করেননি। সামাজিক ঐক্যের চাইতে সম্প্রদায়গত ঐক্যে বিভক্তি বাড়বে, সামাজিক পরিবেশে বিদ্বেষ ছড়াবে— এই কথাটি আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আগেই উল্লেখ করেছিলাম। এই পদক্ষেপগুলোর প্রতিক্রিয়ায় পরিস্থিতি এখন আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়েছে। গত দুই দিনে হিন্দু সংগঠনগুলোর মানববন্ধন ও সমাবেশেও হামলা হচ্ছে, যেটা আগে হয়নি। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা পরস্পর বিষোদগার করছেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের জীবন ও সম্পদ হুমকির মুখে পড়ছে যেমন, তেমনি সাধারণ পেশাজীবী জনতাও নিরাপত্তাহীন হচ্ছেন। গত কাল আইনজীবী হত্যার ঘটনা সে আলামতই (ইঙ্গিত) দিচ্ছে। হুমকির মুখে পড়েছে গণঅভ্যুত্থানে গড়ে ওঠা ঐক্য।

পাঁচের পাতায় দেখুন

আর জি করের অভয়া কাণ্ডে ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি-থ্রেট কালচারে জড়িত সমস্ত অপরাধীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সর্বনাশা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, চারটি শ্রমকোড সহ শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রমনীতি ও জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ নীতি বাতিল, স্মার্ট মিটার বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণ বন্ধ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, সমস্ত বন্ধ চা বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযুক্ত ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, খেতমজুরদের মজুরি ও সারা বছরের কাজ, নদী সংস্কার ও খরা-বন্যা নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবিতে এবং বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

দিল্লিতে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

একের পাতার পর

তাঁর নামে। বিজেপি সরকার নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে চাইছে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে, শিক্ষার চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িকীকরণের মাধ্যমে ছাত্র-মস্তিষ্কে বিভেদের বীজ বপন করছে, ভারতীয় জ্ঞান প্রণালীর নামে সিলেবাসে অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম যুক্ত করছে, বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে আঘাত হেনে বিজ্ঞানমনস্কতাকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করছে, মূল্যবোধ তৈরির শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিয়ে 'মানুষ গঠন, চরিত্র গঠনের' প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হচ্ছে। শিক্ষার ওপর এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের ছাত্রসমাজকে সংগঠিত হওয়ার ডাক দিয়েছে এই সম্মেলন।

স্বাধীনতার পর থেকে সব দলের সরকারই শিক্ষাকে সংকুচিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাদের কাছে কেবলমাত্র পুঁজি মালিকদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত মজুর তৈরি করা, মোদি সরকারের শিক্ষানীতি সেই ছাঁচেই তৈরি। বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি তো বটেই, বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেরালার সিপিএম পরিচালিত সরকার, কিংবা কর্নাটকের কংগ্রেস বা তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারও একই শিক্ষানীতি প্রয়োগ করছে।

প্রকাশ্য অধিবেশন

২৭ নভেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশে দিল্লির আশেপাশের রাজ্য থেকে চার হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। মঞ্চটি শহিদ বিরসা মুণ্ডার নামাঙ্কিত করা হয়। ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোলনের শহিদদের স্মরণে নির্মিত বেদিতে মাল্যদান করেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের অধ্যাপক দিব্যেন্দু মাইতি। উদ্ধৃতি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অরুণ কুমার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন ফেডকুটার প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক নন্দিতা নারায়ণ। আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জেএনইউ-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফারের সভাপতি অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা। এই সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীদের যোগদান আটকানোর জন্য মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার সক্রিয় ভূমিকা নেয়। গুনা শহরে এআইডিএসও-র প্রচার চলার সময় কর্মীদের ওপর এবিভিপি-র গুণ্ডারা হামলা চালায়। ভ্রূ আক্রান্ত কর্মীরা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে ৮ জন এআইডিএসও কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। সম্মেলনের দিনগুলিতেও তাঁরা জেলেই ছিলেন। এর পরেও গুনা থেকেই ৬০০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী দিল্লির সম্মেলনে যোগ দেন।

উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইরফান হাবিবের ভিডিও বার্তার মধ্য দিয়ে। ভগৎ সিং আর্কাইভস অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারের উপদেষ্টা অধ্যাপক চমনলাল, এআইডিএসও-র প্রাক্তন সভাপতি কমরেড অরুণ কুমার সিং বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রোমিলা থাপারের একটি লিখিত বার্তা পাঠ করা হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও-র বিদায়ী সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর।

পরবর্তী অধিবেশনে বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা আন্দোলন ও বামপন্থী ঐক্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এআইএসএ-র জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রসেনজিত কুমার, এআইএসএফ-এর জাতীয় সভাপতি কমরেড বিরাজ দেভাং, এআইএসবি-র সম্পাদক কমরেড জয়বর্ধনে, পিএসইউ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নওফেল মহম্মদ সফিউল্লাহ এবং এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় নেতা কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ক। ওই দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অধিবেশনে বিভিন্ন রাজ্যের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি ও সিএসআইআর-এর প্রাক্তন প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ গওহর রাজা।

প্রতিনিধি অধিবেশন

প্রতিনিধি অধিবেশনের মঞ্চটি স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই শহিদ আল্লুরী সীতারাম রাজু এবং কনকলতা বড়ুয়ার নামাঙ্কিত করা হয়। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত দুই হাজার প্রতিনিধি অংশ নেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিনিধিরাও। প্যালেস্টাইনের জনগণের সংগ্রামকে স্মরণ করে আন্তর্জাতিক সেমিনারে অল নেপাল ন্যাশনাল ফ্রি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং অল নেপাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (সোসালিস্ট) প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

ভিডিও বার্তা পাঠান শ্রীলঙ্কার রেভোলিউশনারি ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, যুগোস্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক যুব লিগ। এ ছাড়াও লিখিত বার্তা পাঠায় পাকিস্তানের ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রন্ট, বাংলাদেশের গ্রেটার চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস স্টুডেন্টস কাউন্সিল, তুরস্কের ফেডারেশন অফ সোসালিস্ট ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন এবং ভিয়েতনামের হো চি মিন কমিউনিস্ট ইয়ুথ ইউনিয়ন ও তুরস্ক এবং ভেনেজুয়েলার ছাত্র সংগঠন। এআইডিএসও-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন কমরেড অশ্বিনী কে এস। পরিচালনা করেন কমরেড চন্দন সাঁতরা।

অ্যাকাডেমিক অধিবেশনে মুম্বই আইআইটি-র প্রখ্যাত অধ্যাপক রাম পুনিয়ানি, অধ্যাপক এল জওহর নেশান, প্রাক্তন সাংসদ এবং পিপলস হেলথ মুভমেন্টের নেতা ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অধ্যাপক ওয়ান্ডেল পাসাহ (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, সেন্ট এডমন্ড কলেজ, শিলং), লেফটেন্যান্ট জেনারেল জামিরউদ্দিন শাহ (প্রাক্তন উপাচার্য, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক নবনীত শর্মা (হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মশালা) জাতীয় শিক্ষানীতির বিরূপ প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।

ছাত্র, শিক্ষা ও সমাজের জন্য যাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সব যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাবের মাধ্যমে সান্ধ্য অধিবেশন শুরু হয়। পরে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় এবং ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত মূল প্রস্তাবের পাশাপাশি প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ ও গণহত্যা বন্ধ, মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার রুখতে কার্যকরী ব্যবস্থার দাবি, মণিপুরে জাতিদাঙ্গা বন্ধ করা, পরিবেশ রক্ষা এবং সকলের জন্য চাকরি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব ও সাংগঠনিক প্রস্তাবের উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন ও সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র প্রাক্তন সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ এবং এসইউসিআই(সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

সম্মেলন শেষ হয় সংগঠনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক এবং এসইউসিআই(সি)-র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভিডিও ভাষণের মধ্য দিয়ে। তিনি এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠা পর্বের সংগ্রাম, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় সংগঠনের এগিয়ে চলার নানা দিক তুলে ধরেন। বর্তমান শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামে ছাত্র সমাজের করণীয় ও এআইডিএসও-র ভূমিকা তিনি সুনির্দিষ্টরূপে তুলে ধরেন। কমরেড সৌরভ ঘোষকে সভাপতি এবং কমরেড শিবাশিস প্রহরাজকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০২ জন সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও সম্পাদকমণ্ডলী এবং কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়।

বারুইপুরে সেভ এডুকেশন কমিটির কনভেনশন

২৩ নভেম্বর বারুইপুরের অণিমা হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বারুইপুর সেভ এডুকেশন কমিটির প্রথম কনভেনশন। সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কানাইলাল দাস। বক্তা অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর এবং অধ্যাপক মনোজ গুহ।

মহকুমার চল্লিশ জন শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ কনভেনশনে অংশ নেন এবং অনেকেই প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। তরুণকান্তি নস্কর জাতীয় এবং রাজ্য শিক্ষানীতির সর্বনাশা বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও গৈরিকীকরণের বিপদ এবং তার বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে সেভ এডুকেশন আন্দোলনের ক্রমিক অগ্রগতি তুলে ধরেন তিনি। মনোজ গুহ, কানাইলাল দাস তাঁদের আলোচনায় বিজ্ঞানমনস্ক, সেকুলার মানবিক শিক্ষার গুরুত্বের দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। কানাইলাল দাসকে সভাপতি এবং শিক্ষক পার্থ নস্করকে সম্পাদক করে ন'জনের কমিটি গঠিত হয়।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলার বিশিষ্ট সংগঠক ও শ্রমিক নেতা কমরেড তিমিরবরণ ঘোষ ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে এআইডিএসও নেতৃত্বের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর বাসস্থান ছিল বজবজে। ওই অঞ্চলে তিনি নানা সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রেই বজবজে এস ইউ সি আই (সি)-র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

সে সময় পশ্চিমবাংলায় ৭৫টি জুট মিল ছিল। সমস্ত জুট মিলের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। পাশাপাশি বজবজ এলাকায় রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে থাকেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের শেষ দিকে দলের বজবজ লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময়েই তাঁর জীবনে শুরু হয় নতুন এক অধ্যায়। বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের সংগঠিত করবার লক্ষ্যে তিনি এগোতে থাকেন। মিল মালিক কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে ইউনিয়ন থেকে সরানোর জন্য তাঁকে অফিসার পদে প্রমোশন দেয়। সংগঠনের প্রয়োজনে প্রমোশন নিতে তিনি অস্বীকার করেন, কারণ অফিসার হলে ইউনিয়ন করা যাবে না। কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে 'আনউইলিং' শ্রমিক এই অজুহাতে তাঁকে ছাঁটাই করে। এই ভাবে শ্রমিক আন্দোলনে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বজবজ এলাকার সমস্ত জুট মিলের সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীর আস্থাভাজন শ্রমিক নেতা হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন তিনি। সংগঠনের নেতৃত্বে ওই এলাকায় গড়ে ওঠে আরও বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন। এক সময় তিনি এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। বয়সজনিত কারণে অক্ষম হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং অনাবিল হাসিমুখ ও চারিত্রিক গুণাবলিতে আকৃষ্ট হয়ে পরিবারের অন্য সদস্যরাও দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটলেও ওই শোকের মুহূর্তেও তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। ২৬ নভেম্বর হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হলে এলাকার মানুষ চোখের জলে বিদায় জানান। পরে তাঁর মরদেহ দলের রাজ্য দপ্তর এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় অফিসে আনা হয়। দলের এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড তিমিরবরণ ঘোষ লাল সেলাম

কেনাকাটাই নেই, তবু নাকি ভারতের অর্থনীতি সবচেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে!

ছোটবেলার বইতে দেখা তেলের ঘানিতে বাঁধা বলদের ছবিটা মনে পড়ে? ঘানির চাকার সাথে ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় বারবার ফিরে আসত তারা। এখন ভারতীয় অর্থনীতির কর্ণধারদের এগিয়ে চলার চেষ্টা দেখে সেই চাকায় বাঁধা প্রাণীগুলোর উদাহরণ বেশি বেশি করে মনে আসছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই সারা দেশে জিনিসপত্রের দাম ভয়াবহ হারে বেড়ে চলেছে। ফলে বাজারে কেনাকাটা কমছে। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হার দু'বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়ে ঠেকেছে ৫.৪ শতাংশে। অবশ্য মোদিজির দলবল ভারতকে 'বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতি' বলে গলা ফাটিয়ে চলেছেন! এদিকে তেল-সাবান-শ্যাম্পু থেকে বিস্কুট-মুড়ি-চানাচুর-পাঁউরুটির পর্যন্ত দাম বেড়ে চলেছে। মূল্যবৃদ্ধিকে কিছুটা বাগে আনার চেষ্টায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তারা আগে থেকেই ব্যাঙ্কের সুদ বাড়িয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহার আশা নেই। বিক্রি কমার ফলে এই ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের (এফএমসিজি) কোম্পানিগুলি কমে যাওয়া মুনাফা পোষাতে হয় নতুন করে দাম বাড়াচ্ছে, না হলে দাম একই রেখে প্যাকেটে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ জিনিস কম দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞ সংস্থা কান্টারের সমীক্ষা জানাচ্ছে, পরিবারগুলো মাসকাবারি বা সাপ্তাহিক বাজার করার বদলে গড়ে আড়াই দিনে একবার ছোট ছোট প্যাকেট কিনে সংসার সামাল দিচ্ছে। এই ধরনের অত্যাবশ্যক পণ্য কেনার খাতে পরিবারগুলির মাসিক খরচ বেড়েছে গড়ে ১৮ শতাংশ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর ২০২৪)। এর ফলে অন্যান্য ভোগ্যপণ্য কেনার হার কমছে। এর ধাক্কায় প্রধানমন্ত্রীর 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্নে ছাই দিয়ে দেশে শিল্প উৎপাদনও কমে চলেছে। তারই অনুষঙ্গ হিসাবে কমছে কর্মসংস্থানের হার। এই দেখে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল রীতিমতো হুমকি দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তাদের উদ্দেশে বলেছেন, খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি দেখে ভয় পেলে চলবে না, অবিলম্বে ব্যাঙ্কের সুদ কমাতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে রাখা আবশ্যিক তহবিল কমিয়ে বাজারে টাকা ছাড়তে হবে বেশি করে। একই সাথে বন্ডে এবং ব্যাঙ্ক ঋণেও সুদ কমাতে হবে। তার কয়েকদিন পরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও বলেছেন, ব্যাঙ্কের সুদ কমাতেই হবে, না হলে ঋণের চাহিদা বাড়বে না। আর তাতেই বেসরকারি বিনিয়োগের বান ডাকবে এবং তার হাত ধরেই কাটবে কর্মসংস্থানের খরা।

সত্যিই কি তাই! বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা নিদান দেন, সরকার ব্যাঙ্কের আমানত ও ঋণের ওপর সুদ কমিয়ে এবং নানা পথে বাজারে টাকার জোগান বাড়ালে মানুষের হাতে বেশি নগদ টাকা থাকবে, ফলে মানুষ বেশি জিনিস কিনলে কিছুটা চাহিদা বাড়বে। এতে পুঁজি মালিকরা উৎসাহিত হয়ে বিনিয়োগ বাড়ালে কর্মসংস্থানের খরা কাটবে, অর্থনীতি গতিলাভ করবে। কিন্তু সমাজে মোট উৎপাদিত মূল্যের তুলনায় অর্থনীতিতে টাকার জোগান বাড়লে বেশি পরিমাণ টাকায় কম জিনিস পাওয়া যায়। এতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। হাতে নগদ টাকা বেশি থাকলে মানুষ বেশি জিনিস কিনতে চাইলেও সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে পুঁজিমালিকরা ততটা উৎপাদন করে না। এর ফলে জোগান কমে গিয়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়, কেনাকাটা মার খায়। তখন আবার চাহিদা কমে যাওয়ায় উৎপাদনও কমতে থাকে। ফলে পুঁজি খাটার জায়গা পায় না, অলস পুঁজি বেড়ে যায়। বাড়ে বেকারত্ব। তখন আবার বাজারের স্থায়িত্ব ধরে রাখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকরা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুদ এবং ব্যাঙ্কে জমা থাকা আবশ্যিক তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। তাতে অর্থনীতিতে টাকার জোগান কমে। বেশি সুদের আশায় কিছু মানুষ বেশি সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁকে। এর ফলে কেনাকাটা কমে গিয়ে বাজারে পণ্য বিক্রি কম হয়, চাহিদা কমে গিয়ে দামও কমে যায়। এতেও আবার সমস্যা— এর ফলে বিনিয়োগ কমে, উৎপাদন কমে, কর্মসংস্থানও কমে। এ এক অদ্ভুত দুষ্টচক্র!

ব্যাঙ্কের সুদ কমিয়ে দিলে জিনিসের দাম বেড়ে মানুষের কেনার ক্ষমতা কমে গিয়ে অর্থনীতিতে সংকট আসে। আবার ব্যাঙ্কে সুদ বাড়িয়ে তাকে সামাল দিতে গেলেও কর্মসংস্থান কমে গিয়ে মানুষের কেনার ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। পুঁজিবাদী বাজারের রোগ সারাতে তার কর্তাদের হাতে যে দুটি ওষুধ আছে, দেখা যাচ্ছে সেগুলি রোগ সারানোর পরিবর্তে তার মাত্রাই বাড়িয়ে দিচ্ছে!

যদিও, এই বিষয়ে একটা প্রশ্নের উত্তর বিজেপি মন্ত্রীদের দিতে হবে। দাম নিয়ন্ত্রণে সুদ তো বেশ কিছুদিন ধরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাড়িয়ে রেখেছে। তাতে কোন জিনিসটার দাম কমেছে? উচ্চবিত্তের জন্য কিছু মহার্ঘ পণ্যের দাম হয়তো কমতে পারে! সাধারণ জনগণ যে সব জিনিস ব্যবহার করেন, তার কোনটা সস্তা হয়েছে? উত্তরটা জনগণ জানে না, মন্ত্রীমশাইদেরও পক্ষেও এমন জিনিস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু মোদিজির রাজত্বে ভারতীয় অর্থনীতির বহর ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে প্রায় পৌঁছেই গেছে নাকি! তাহলে আর চিন্তা কী? বাস্তবটা হল, বিজেপি সরকারের কর্তারা নিজেরাই জানেন অর্থনীতির কী হাল তাঁরা করেছেন! কেন্দ্রীয় সরকার যতই পরিসংখ্যানকে চাপা দিয়ে রাখতে উদ্যোগী হোক না কেন, তাদের সব ঢাকাঢাকিকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে বেকারত্ব, রোজগারহীনতার তীব্রতা। এর ছোবল আজ ঘরে ঘরে, তা ঢাকবার কোনও উপায় নেই। শিল্প উৎপাদন এক মাস একটু বাড়ে তো পরের মাসে পুরোপুরি শুয়ে পড়ে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প, খনি, বিদ্যুৎ, ভারি শিল্পের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে গত আগস্টে সারা দেশে শিল্প উৎপাদন বাড়ার বদলে গত বছরের আগস্টের তুলনায় সংকুচিত হয়েছে ০.১ শতাংশ। এই কম ভিত্তির ওপরে সেপ্টেম্বরে ৩ শতাংশের মতো বৃদ্ধি তারা দেখালেও সমীক্ষা সংস্থা ইক্রার মতে, ২০২৩-এর তুলনায় এই বছর অক্টোবর-নভেম্বরে শিল্প-উৎপাদন অন্তত ৩ থেকে ৪ শতাংশ সংকুচিত হবে (ইকনমিক টাইমস, ১২.১১.২০২৪)।

বাণিজ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীরা ব্যাঙ্কের আমানত এবং ঋণের ওপর সুদ কমিয়ে পুঁজিমালিকদের জন্য পুঁজির জোগাড় করে দিতে ব্যগ্র। কিন্তু তাঁরা যে কথাটা বলছেন না, এই পুঁজিটা খাটবে কোথায়? অধিকাংশ মানুষের কেনার ক্ষমতা না থাকলে পুঁজি কী উৎপাদন করবে? সরকার পরিকাঠামো খাতে ব্যয় বাড়িয়ে, যুদ্ধাস্ত্র, সামরিক উৎপাদনে পুঁজি ঢালার রাস্তা করে দিয়ে সাময়িক কিছু রিলিফ পুঁজিমালিকদের দিতে পারে। তাতে কি সামগ্রিক বাজারের হাল ফিরবে? কোনও আশা নেই। এ দেশে উৎপাদন মার খায় কি পুঁজির অভাবে? তাহলে ধনকুবেরদের সিন্দুকে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি উদ্বৃত্ত পড়ে আছে সেগুলো কাজে লাগে না কেন? ব্যাঙ্কের থেকে ইতিমধ্যে যে বিপুল পরিমাণ টাকা কর্পোরেট মালিকরা ঋণ নিয়ে বসে আছে, সেগুলি শিল্প গড়তে কাজে লাগল না কেন? কেন শিল্পের বদলে বৃহৎ পুঁজি ফাটকার কারবার, বন্ড ইত্যাদি ফিনান্স বাজার, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনসিওরেন্স কোম্পানির দিকে বেশি ঝুঁকছে? প্রশ্ন আসে, কোভিডের আগে বহু বছর ধরে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল একেবারে তলানিতে। সেই সময় কি শিল্পের বান ডেকেছে? বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বেড়েছে? ইউপিএ জমানার শেষ দিক এবং মোদি সরকারের প্রথম ছয় সাত বছরে ব্যাঙ্কের সুদ কমেছে। আর্থিক নীতি সংক্রান্ত সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাক্স দেখিয়েছে, ২০১৫-থেকে ২০২০-তে ভারতে ব্যাঙ্কের গড় সুদ ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। তাতে কি বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে কর্মসংস্থান বেড়েছে? তথ্য বলছে, বাস্তবটা ঠিক বিপরীত। সেই সময় বেকারত্ব ৪৫ বছরে সর্বাধিক বেড়েছে। শিল্প উৎপাদন ক্রমাগত কমেছে।

ন্যায্যমূল্যে সারের দাবিতে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ২৫ নভেম্বর কৃষকদের অবরোধ

আজ ভারতের যে আর্থিক পরিস্থিতি তাতে সুদ বাড়ুক আর কমুক, মানুষের কেনাকাটার ক্ষমতা বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এই সত্যটাকেই মোদি সাহেবরা আড়াল করতে ব্যগ্র। তাঁরা দুনিয়া জুড়ে বলে বেড়াচ্ছেন, দেশের অর্থনীতির বহর এতটাই বেড়েছে যে ভারত এখন দুনিয়ার পঞ্চম অর্থনীতির দেশে পরিণত। অথচ মাথাপিছু আয় ধরলে ভারতের স্থান ১৩৯ নম্বরে। মনে রাখতে হবে এর মধ্যে ছেলের বিয়েতে ৫ হাজার কোটি টাকা উড়িয়ে দেওয়া আম্বানি, আদানি থেকে শুরু করে ১০০ জন ধনকুবের যেমন আছেন, তেমনই দুনিয়ার এক-চতুর্থাংশ অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের বাসভূমি এ দেশ। খাদ্যই যারা জোগাড় করতে পারছে না, তারা ব্যাঙ্কের সুদ কমলে ঋণ নিয়ে কী কিনতে বাজারে যাবে? সরকারি হিসাবে এ দেশের মানুষের গড় ব্যয়ের ক্ষমতা গ্রামে দৈনিক ১২৬ টাকা, শহরে ২১৫ টাকা। এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে থাকা ৭ কোটি গ্রামীণ মানুষ গড়ে ৪৬ টাকার বেশি ব্যয় করতে অক্ষম (এনডি টিভি ২৫.০২.২৪)। এই গড়ের মধ্যেও আদানি, আম্বানি থেকে গ্রামের দরিদ্রতম খেতমজুর সবার হিসাবই ধরা আছে। আজকের দিনে জীবন নির্বাহের খরচ যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে এই সামান্য টাকায় অধিকাংশ মানুষের খাদ্য জোগাড় করাই দুষ্কর। অন্যান্য ভোগ্যপণ্য তারা কিনবে কী করে? তার ক্রেতা মূলত মধ্যবিত্তরা, অথচ সরকারি সমীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে ভারতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। এ দেশে জনসংখ্যার খুব বেশি হলে ৩ শতাংশ (৪ কোটির সামান্য বেশি) দিনে ৮০০ টাকার বেশি ব্যয় করতে পারেন (দ্য ওয়্যার, ২৭.১০.২৪)। তাহলে এ কথা তো বলাই যায় যে, সরকার অন্তত এদের কেনাকাটা বাড়ার আশায় বসে নেই!

তাহলে কাদের জন্য এত সুদ কমিয়ে চাহিদা বাড়ানোর হুঙ্কার? ভারতে এখন কমদামি গাড়ি, কমদামি ফ্ল্যাট ইত্যাদির চাহিদা কমছে। কিন্তু বাড়ছে দামি গাড়ি, দামি ফ্ল্যাট ইত্যাদির চাহিদা। ব্যাঙ্কের সুদ কমলে এই সমস্ত দামি সম্পত্তির ক্রেতারা আরও ঋণ নেবেন। ধনকুবের পুঁজিমালিকরা এখনই ব্যাঙ্কের ১২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ গায়েব করে বসে আছেন। সরকার তার বড় অংশ ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে দিলেও এখনও ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা বকেয়া ঋণ সেখানে জ্বলজ্বল করছে। ব্যাঙ্কে জনগণের গচ্ছিত টাকা আরও সহজ শর্তে ঋণ হিসাবে যাতে ব্যাঙ্ক এই ধনকুবেরদের হাতে তুলে দিতে পারে তার জন্যই বিজেপি সরকারের মন্ত্রীদের এত সুদ কমানোর সওয়াল নয় কি? তাতে হয়তো সামান্য কিছু মধ্যবিত্ত দু-চারটি জিনিস কিনবেন। তাতে তো আর শিল্পের বান ডাকবে না! ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে জনস্বার্থে উৎপাদন হয় এমন শিল্পের দরজাও খুলবে না। তাহলে, বিনিয়োগের সিংহভাগ যাবে কোথায়? যাবে ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের অস্ত্রব্যবসা, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি ব্যবসায়। এই পথেই জনগণের ঘর থেকে আরও বেশি সম্পদ গিয়ে জমা হবে জালিয়াতি করে নিজের কোম্পানির দাম বাড়ানো পুঁজিপতিদের সিন্দুকে। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে বিজেপি তার এই কর্তব্যে অবিচল।

‘তাঁহার’ ঠিকানা কি আজ পাতালেই!

অদ্যাবধি নিপাতনে সিদ্ধ ছিল যে, সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ঊর্ধ্ব গগনে। তর্পণকালে হোক বা কৃপাকরুণা লাভের আগ্রহকে সংবরণ করিতে না পারা কালে হোক, প্রার্থনা সর্বক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বমুখী। গৈরিক বসনে সজ্জিত হইয়া ভক্তকূল বহুদিন ধরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতেছেন মহাপ্রভুকে নভোমণ্ডল হইতে টানিয়া নামাইয়া মন্দিরের বিগ্রহে বন্দি করিতে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, এই বৈদিক বাণীকে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া নানা নামের নানা ছাঁদের নানা আদলের মন্দির কক্ষে ঈশ্বরকে হেফাজতে লওয়ার অভিযান অনেকদিনই শুরু হইয়াছে। তবুও কোনও অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের বোধকরি জামিন মঞ্জুর হইয়া যাইতেছিল। তাই পরিকল্পনা হইল, প্রাপ্তবয়স্ক ঈশ্বরকে খাঁচাবন্দি করার ফিকির বর্জন করিয়া ‘ক্যাচ হিম ইয়ং’ মন্ত্রে বশীভূত করিতে হইবে। তাই একটি ঐতিহাসিক সৌধকে কোদাল শাবল হাতুড়ি সহকারে ধূলিসাৎ করিয়া সেইস্থলে ‘বালক ঈশ্বর’কে হাতেখড়ি দিবার নাম করিয়া স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হাঁটি হাঁটি পা পা সহযোগে অর্ধনির্মিত স্ফটিক খণ্ডিত ‘জন্মস্থলে’ মহাসমারোহে ঢুকাইয়া দিলেন। ঢাক বাজিল, বাদ্যি বাজিল, বাজি পুড়িল, প্রদীপ জ্বলিল, রেলস্টেশনের কলেবর বৃদ্ধি হইল, আধুনিক সজ্জার বিমানবন্দর রাতারাতি খাড়া হইয়া গেল, বেশ কয়েক গাছা হোটেল, রেস্তোরাঁ গজাইল। কিন্তু অচিরাৎই বালক ঈশ্বরের দর্শনাকুলের উৎসাহে ভাটা পড়িল। রেলগাড়ি ফাঁকা হইল, বিমানের উত্তরণ-অবনমন মিলাইয়া গেল। অনেকটা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল ঈশ্বরের বাল্যভূমি।

গৈরিক অনুচরদের মস্তকে হস্ত। ঈশ্বরকে কিছুতেই বাগে আনা যাইতেছে না। অতঃ কিম! সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিশেষ-অজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া উপায় ঠাউরাইলেন— বলিলেন গোড়ায় গণ্ডগোল। ঈশ্বর গগনে নহে, পাতালে অধিষ্ঠান করেন। সেখানে তিনি চাপা পড়িয়া আছেন। অতএব আবার শাবল-কোদাল-হাতুড়ির নিদান ডাকা হইল। বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের নিচে তাহার নাভিশ্বাস উঠিতেছে। অতএব মসজিদ ভাঙিয়া ঈশ্বরকে উদ্ধার করিতে হইবে। ফরমান জারি হইল। কতিপয় অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন, কেবল বারাণসীতে হইবে না। নিষ্কৃতি পাইবার আশা ছাড়িয়া ঈশ্বর সুড়ঙ্গ গড়িয়া অন্য স্থানেও পাড়ি দিতে পারে। অতএব মথুরার মসজিদেও ঈশ্বরের সন্ধানে খননকার্য চালু করিতে হইবে। কিন্তু মর্ত্যলোকে আবার ঈশ্বরের অনুশাসন তেমন কার্যকরী হয় না— সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি পার্থিব বাধাবিপত্তি বিস্তর। তাই যুগপৎ উত্তরপ্রদেশের সম্ভল নামক স্থানের মসজিদের তলদেশেও হানা দিতে হইবে। ঈশ্বরের পাতালবাসের অবসান ঘটাইতেই হইবে। নচেৎ ভারতবর্ষ পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির নাগাল পাইবে না। বৈদিক যুগের পুনর্স্থাপনা হইবে না, অমৃতকালে গরলের ভেজাল বৃদ্ধি পাইবে। গদি আপাতত না টলিলেও উহার ভিত্তির পোক্ততায় ঘুণ ধরিতে পারে। অতএব ঈশ্বরকে মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিতেই হইবে। ডিজিটাল বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পারিষদগণকে কানেকানে বলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বর যত্রতত্র নহে, কেবল মসজিদ গর্ভেই লুকাইয়া আছেন! অতএব অপারেশন মসজিদ পুরোদমে চালু করা অবশ্যক।

পাট্টার দাবিতে মথুরাপুরে বিক্ষোভ

সমস্ত ভূমিহীন মানুষকে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা ও পাট্টা প্রাপকদের রেকর্ডের দাবিতে এবং সরকারি খাস জমি থেকে ভূমিহীনদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মথুরাপুর-২ ব্লকে ২৬ নভেম্বর ভূমি আধিকারিকের কাছে ‘জটা-কঙ্কনদিঘি ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি’র পক্ষ থেকে দুই শতাধিক মানুষ বিক্ষোভ দেখান এবং উল্লিখিত দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ মিছিল রায়দিঘি থানা, বিডিও অফিস হয়ে ভূমি দপ্তরে পৌঁছলে পুলিশ গেট আটকে দেয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ শাসকদলের সহায়তায় পুলিশ ও ভূমি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে জটা-কঙ্কনদিঘি এলাকার আদিবাসী সহ সাধারণ গরিব মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করছে। ইতিমধ্যে কয়েকজনের উপর হামলা করে জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে চাষিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন উত্তম হালদার, শিশির সরদার, লালমোহন মুদি, নির্মল সরদার সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

নাগরিক কনভেনশনে দাবি উঠল দ্রুত ন্যায়বিচার চাই

সরশুনা ঃ কলকাতার বেহালায় সরশুনার শিবরামপুরে ‘জাস্টিস ফর আর জি কর গ্রুপ’-এর নাগরিকদের উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও মতবিনিময় সভা হয়। মোট ৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বহু পথচলতি মানুষ দাঁড়িয়ে সভা শোনেন। সুচেতনা সঙ্গীতগোষ্ঠী প্রতিবাদী সঙ্গীত পরিবেশন করে। সভা থেকে ‘তিলোত্তমা নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি’ গঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ তৃণেশ মণ্ডল।

সরশুনা

সভাটি হওয়ার কথা ছিল সরশুনা বয়েজ হাইস্কুলে। টাকা জমা দিয়ে অনুমতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের চাপে অনুষ্ঠান শুরুর মাত্র আধ ঘণ্টা আগে স্কুলে সভার পারমিশন বাতিল করতে বাধ্য হন প্রধান শিক্ষক। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত নাগরিকদের তৎপরতায় পাশের মাঠে সভার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘটনা আন্দোলনের পক্ষে এলাকার নাগরিকদের সমর্থনকে আরও দৃঢ় করে। তাঁরা বলেন, সরকার যে নাগরিক প্রতিবাদকে ভয় পাচ্ছে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। কিন্তু এই করে তাঁদের দমিয়ে দেওয়া যাবে না।

রায়দিঘি ঃ অভয়ার ন্যায়বিচার, জয়নগর সহ সারা রাজ্যে নারী নির্যাতন-খুন-ধর্ষণের সাথে যুক্ত সমস্ত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারমুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি ব্যবসায়ী সমিতির হলে এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের আহ্বানে ২৩ নভেম্বর এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন আর জি কর আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, সেখানকার প্রাক্তনী ডাঃ নীলরতন নাইয়া।

রায়দিঘি

তিনি বলেন, অভয়ার মৃত্যু নিছক একটি খুন ধর্ষণের ঘটনা নয়, এটি পরিকল্পিত হত্যা এবং হুমকি-থ্রেটের অবশ্যম্ভাবী ফল। ডাঃ তারাপদ হালদার, ডায়মন্ডহারবার ক্রিমিনাল কোর্টের অ্যাডভোকেট সুমন সরদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। দুই শতাধিক সাধারণ মানুষ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখিত দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ‘ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-নারী-শিশু সুরক্ষা কমিটি’ গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হিসাবে ডাঃ তারাপদ হালদার এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে সুমন সরদার ও সন্ন্যাসী হালদার নির্বাচিত হন।

মেদিনীপুর শহর ঃ অভয়ার ন্যায়বিচার, সমস্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দুর্নীতি ও থ্রেট কালচার মুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিতে ১৭ নভেম্বর নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে। শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবী, নাগরিকরা এই কনভেনশনের আহ্বায়ক ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন আরও অনেকে।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী। জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের দশ জন প্রতিনিধি কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন কলকাতায় অনশনকারী চিকিৎসক স্পন্দন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দাস, অলক হুই, ডাঃ দীপক গিরি, সিস্টার শিউলি দত্ত প্রমুখ।

কনভেনশন থেকে অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দাসকে সভাপতি, ডাঃ দীপক গিরি ও সিস্টার কাকলী রাউৎকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের একটি শক্তিশালী ‘সিটিজেন্স ফর জাস্টিস’ কমিটি গঠিত হয়।

এসইউসিআই(সি)-র মুখপত্র গণদাবীর অনলাইন সংস্করণ পড়ুন - http://ganadabi.com

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে
বিশিষ্ট নাগরিকদের আহ্বান

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন সে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা দেশের জনগণ, বিশেষত হিন্দুসমাজের উদ্দেশে ২৭ নভেম্বর নিচের বিবৃতিটি প্রকাশ করেছেন। প্রকাশের পরে আরও বহু মানুষ এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন।

আমরা, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন নাগরিকরা, চট্টগ্রাম আদালতের নিকটে আইনজীবী সাইফুল ইসলামের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোকাহত ও ক্ষুব্ধ। সরকারের কাছে আমাদের দাবি, দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার করুন। এই দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও ভাবেই যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয় সেই ব্যাপারে আমাদের সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই শোককে জাতীয় ঐক্য ও গণশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে তাদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তি, ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই আওয়ামি লিগের সহায়তায় এই দেশের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী উগ্রতার জমিন তৈরি করছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে তারা সেটাকে কাজে লাগিয়ে, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগের সাথে মিলে, অবিরাম মিথ্যাচার ছড়িয়ে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাইছে।

চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের পরপরই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে বিবৃতি পাঠানো হল, সেটা স্বাভাবিক কূটনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে না। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি ভারতীয় নাগরিক নন। তাঁকে জামিন কেন দেওয়া হল না— এই প্রশ্ন পরোক্ষভাবেও অন্য কোনও রাষ্ট্র করতে পারে না। ভারতের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘুদের যে পরিস্থিতি, তাতে অন্য দেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকারই বিজেপি সরকারের নেই।

বাস্তবে এইসকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য বাংলাদেশে অস্থিরতা ও দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করা, আওয়ামি লিগের পুনর্বাসন ঘটানো এবং ভারতে বিজেপির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থানকে পুনরুদ্ধার করা। সাম্প্রতিক সময়ে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। সেখানে বিজেপির প্রচারের অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন। এর মাধ্যমে বিজেপি ভারতের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গে তাদের অবস্থান নড়বড়ে। সেখানেও তারা জায়গা পেতে এটাকেই ইস্যু করছে, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমাবেশও করেছে।

বিভিন্ন সময়ে এই দেশে হিন্দুদের উপর হামলা নতুন ঘটনা নয়, বিশেষ করে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সময় বারবার হামলার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এইসব হামলার বেশিরভাগই রাজনৈতিক। বিগত আওয়ামি লিগের আমলেও দেশব্যাপী হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা, জমি দখল, মন্দির ভাঙচুর, এমনকি হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরও সারা দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে এ বার গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও মন্দির পাহারায় এগিয়ে আসে এবং নতুন করে সম্প্রীতির নজির স্থাপন করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল নাগরিক অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে অঙ্গীকার করে— এর প্রতিফলন এবারের দুর্গাপূজায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। যদিও আমরা এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি— যেখানে যে কোনও ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ই তাদের ধর্মকর্ম ও উৎসব নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে পালন করতে পারবে, কোনও রকম পাহারা ও রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন ছাড়াই।

স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন দাবিতে কোনও সংগঠন যদি আন্দোলনে নামে তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু এ-ও সত্য যে, ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিস্ট শক্তি শুরু থেকেই নানা কায়দায় দেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের কিছু ধর্মীয় সংগঠনের ৮ দফা দাবিতে গড়ে তোলা আন্দোলন ভারতের বিজেপি ও আওয়ামি লিগের মদদপুষ্ট বলে জনমনে যে ধারণা তৈরি হয়েছে— তা দূর করার দায়িত্ব তাদেরই নেওয়া উচিত ছিল। কেন-না যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সবসময় সমাজের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে কাছে টানার চেষ্টা করে। কোনও আন্দোলন যদি গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়, কিংবা ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করে তখন তা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য।

হিন্দুদের শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালনের অধিকার আছে কিন্তু হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পন্থা চরম হঠকারিতা— যা কেবল অন্ধকারের শক্তিকেই পুষ্টি যোগাবে।

মনে রাখতে হবে, কিছু ধর্মীয় সংগঠন মানেই এই দেশের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় নয়। এই দেশের হিন্দুরা বরাবরই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের পক্ষে। স্বাধীনতাযুদ্ধ সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হিন্দু জনগোষ্ঠীর লোকজনের উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। আর যে কোনও দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সেই দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর সে ধরনের একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে এই দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

এই সংকটময় সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু জনসমাজের, বিশেষ করে তরুণ সমাজের সচেতন প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের আহ্বান, নিজ নিজ জায়গা থেকে সকল ধরনের ধর্মীয় উগ্রতা, সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী প্রচার ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিবেকবান ও দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালন করুন।

বাংলাদেশের জনগণের এক অভূতপূর্ব ঐক্য, দৃঢ়তা, ও আত্মত্যাগের পথ ধরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। এই অভ্যুত্থানের সংগ্রাম ও শাহাদাতে অংশীদার বাংলাদেশের হিন্দু জনতাও। হৃদয় চন্দ্র তরুয়া, রুদ্র সেনদের আত্মত্যাগের পথ ধরে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, সেই বিজয়কে আমরা হারিয়ে যেতে দেব না। বিবৃতিতে অনলাইনে স্বাক্ষরদাতা নাগরিকবৃন্দ ঃ

দেবাশীষ চক্রবর্তী — শিল্পী, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট
দীপক সুমন — অভিনেতা ও নির্দেশক
খোকন দাস — লেখক ও সাংবাদিক
প্রীতম দাশ — সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি
মেঘমল্লার বসু — শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক কর্মী
ধ্রুবজ্যোতি হোর — শিক্ষাকর্মী
সীমা দত্ত — সভাপতি, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র
স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী — আইনজীবী
জয়দীপ ভট্টাচার্য — চিকিৎসক, কেন্দ্রীয় সদস্য
ডক্টর্স প্ল্যাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ
অনীক রায় — সাংবাদিক
বীথি ঘোষ — শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক
ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য — সাংস্কৃতিক সংগঠক
সজীব চক্রবর্তী — শিক্ষার্থী
দীপঙ্কর বর্মন দীপু — শিক্ষার্থী
দুর্জয় রায় — শিক্ষার্থী
নয়ন সরকার জয় — শিক্ষার্থী
সজীব কিশোর চক্রবর্তী — শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বাসদ (মার্ক্সবাদী)

একের পাতার পর

সরকারের নাজুক (দুর্বল) ভূমিকার কারণে পরাজিত শক্তিগুলো বিভিন্ন ঘটনার সুযোগ নিতে পারছে। অভ্যুত্থানকারী শক্তিগুলোর সাথে মতামত বিনিময় করা, ঐক্য সৃষ্টি করার বিপরীতে আমলাতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্র পরিচালনা করার পথে তাঁরা এগিয়েছেন। উগ্র ইসলামপন্থীদের বিভিন্ন কার্যকলাপকেও তাঁরা থামাতে পারেননি। যে সতর্কতা নিয়ে এই সকল বিষয় সমাধান করা দরকার ছিল, তা করতে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব সহ দেশের অসংখ্য সমস্যা নিয়ে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলা যেখানে প্রয়োজনীয়, সেখানে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তির চক্রান্তে অনেকেই না বুঝে পা দিতে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব তাঁরা এই কঠিন মুহূর্তে নিজেদের সংযত রাখবেন ও মুক্ত মনে বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন।

আমরা সরকারকে অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক দল এবং সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলিকে নিয়ে সম্মিলিত সভা আয়োজনের আহ্বান জানাচ্ছি। সকলকে আস্থায় নিয়ে ও তাঁদের সহযোগিতার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে

কৃষক-শ্রমিক ধরনা মধ্যপ্রদেশে

কেন্দ্রে ও মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের কৃষক-শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২৬ নভেম্বর গুনা শহরে ধরনার ডাক দিয়েছিল সংযুক্ত কিসান মোর্চা ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন। কৃষক সংগঠনগুলির সাথে এআইইউটিইউসি সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এতে যোগ দেয়। ধরনা মঞ্চ সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড লোকেশ শর্মা।

• সরকার কর্তৃক সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা • সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করা • গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা • পরিচারিকাদের সন্তানদের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ দায়ভার এবং পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ • বিনামূল্যে সকল পরিচারিকাকে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি নয় দফা দাবিতে
পরিচারিকাদের বাঁচার আন্দোলন তীব্রতর করতে
সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির
দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন
২২ ডিসেম্বর, রবিবার • বিদ্যাসাগর হল, মেচেদা • পূর্ব মেদিনীপুর

পাঠকের মতামত

আন্দোলন যা শেখাল

মাসখানেক আগের কথা। পাড়ার নার্সারি স্কুলে মেয়েকে আনতে গেছি। কানে এল দুই মায়ের কথোপকথন। একজন বলছেন, 'শুনেছ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নাকি বন্ধ করে দেবে?' অন্যজন উত্তর দিলেন, 'দিক। আমরা আগে বিচার চাই।' মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। আর জি করের নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন শহুরে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের আন্দোলন, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে এই আন্দোলন স্পর্শ করেনি, এ সব কথা প্রায়শই উঠে আসে সংবাদপত্র-সমাজমাধ্যম-তর্কবিতর্কে। কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা মাসের পর মাস ঢুকছে যে সংসারে, তেমন এক মা যখন নির্দ্বিধায় সেই হাজার টাকার চেয়ে ন্যায়বিচারকে অনেক বেশি জরুরি মনে করছেন, তখন বোঝা যায় এই ভয়াবহ ঘটনার যন্ত্রণা কত গভীরে স্পর্শ করেছে তাঁদের।

আরেকটি অভিজ্ঞতা ৪ সেপ্টেম্বর রাতের। জুনিয়র ডাক্তাররা সে দিন ঘরে ঘরে আলো নিভিয়ে প্রদীপ জ্বালাবার আহ্বান রেখেছিলেন, আবার বহু জায়গায় রাতের রাজপথে জমায়েত করে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন নাগরিক সমাজ। তেমনই একটি জমায়েত থেকে ফেরার পথে দেখেছিলাম, অন্ধকার বস্তির সামনে ভাঙা পাঁচিলে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়েছেন এক বাবা, সাথে দুই কচি মেয়ে। ওই নির্জন রাতে তিনজনে মিলেই গলা তুলেছেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।' আন্দোলনরত ডাক্তারদের অভিজ্ঞতায় শুনেছি, এক হাতপাখা বিক্রেতা দিনের পর দিন অনশন মঞ্চে যেতেন, জুনিয়র ডাক্তারদের হাওয়া করতেন, তখন মনে হয় এই আন্দোলনের আবেগ শুধু শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে আটকে ছিল— এমনভাবে ভাবা বা দেখা অসম্পূর্ণ। কাজেই শহরে, মফঃস্বলে যখন আরজিকরের সুবিচার চেয়ে মানুষ পথে নেমেছেন, সেই জনস্রোতে কোথাও পিছনে, কোথাও সামনে, কোথাও হয়তো আড়ালে মিশে থেকেছেন এই মানুষগুলো, যাঁরা প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণা, ক্রমশ দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার অসহায়তার সাথে মিলিয়ে অনুভব করেছেন এই ঘটনার অভিঘাতকে। আন্দোলনের প্রবাহে আর জি করের সাথে জুড়ে গেছে জয়নগর, কৃষ্ণনগরের নামও। হাথরাসের নির্যাতিতার দাদাও এই যন্ত্রণা অনুভব করেই বলেছেন, 'তাঁর বোন যে বিচার পায়নি, অভয়া যেন সেই বিচার পায়।'

এ কথা ঠিক, মানুষ যা চেয়েছিলেন, সেই বিচার মেলেনি আজও। প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়বে কিনা, এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর কারও জানা নেই। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি দিনের পর দিন বিলম্বিত করা, সিবিআই চার্জশিটে শুধুমাত্র সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে কলকাতা পুলিশের তদন্তে সিলমোহর দেওয়া, আরজিকর থেকে অপসারিত থ্রেট কালচারের মাথাদের তৃণমূল সরকারের তৎপরতায় আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা, এসব দেখে মানুষ সঙ্গত কারণেই কিছুটা আশাহত। কিন্তু এই হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন দীর্ঘ তিন মাস ধরে চলা আন্দোলনের উজ্জ্বল অর্জনকে আড়াল করতে না পারে, সে দায়িত্ব বর্তায় সচেতন নাগরিক সমাজের ওপরেই। ৯ আগস্ট সকালে ঘটনা কোন দিকে এগোবে, আদৌ তদন্ত হবে কি না এসব কিছুই জুনিয়র ডাক্তাররা জানতেন না। তবু সেই মুহূর্তে এই ভয়াবহ ঘটনার বিচার চেয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে তারা অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের অপসারণ দাবি করেছেন, মৃতদেহের ময়না তদন্ত এবং ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষও এই আন্দোলনের পাশে থেকেছেন গতানুগতিক নিরুপদ্রব জীবন উপেক্ষা করেই। সন্দীপ ঘোষের অপসারণ, অপরাধীদের আড়াল করতে সচেষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের গ্রেপ্তারের মতো যে ক'টি দাবি মানতে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শাসকের প্রশ্রয়ে যে থ্রেট কালচারের রমরমা সামনে এসেছে, সেটুকুও হত না এই লাগাতার আন্দোলনের চাপ ছাড়া। আর জি করের আন্দোলন মানুষকে বহুদিনের স্থবিরতা ভেঙে রাজপথে নামতে শেখালো, দলে দলে সাধারণ মানুষ একটি আপাত অপরিচিত মেয়ের যন্ত্রণা বুকে বহন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। রাজ্যে রাজ্যে, গোটা দেশ জুড়ে নারীর নির্যাতন-অবমাননাকে মদত দিচ্ছে যে সরকার-প্রশাসন, মানুষকে অমানুষে পরিণত করে ধর্ষকের জন্ম দিচ্ছে যে অসুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা, আঙুল উঠল তার দিকেও।

অভয়ার বিচার চেয়ে এ ভাবেই নিজের বৃত্তের বাইরে গিয়ে ন্যায়ের জন্য সোচ্চার হতে শিখলেন মানুষ। 'আন্দোলন করে কিছু হয় না,'— এই চলতি মানসিকতার বিপরীতে গিয়ে মানুষ প্রতিবাদে পথে নামলেন এবং অনুভব করলেন, এক মাত্র সংগঠিত প্রতিবাদের পথেই কিছু হতে পারে। আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অর্জন এখানেই।

সূর্যস্নাতা সেন, কলকাতা-৭৭

নিছকই দুর্ঘটনা!

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমানের আর জি কর আন্দোলন সব ক্ষেত্রেই গণদাবীর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকরী।

এই সময়টায় আপনাদের পত্রিকা সুন্দর ও সুঠাম যুক্তির নিবন্ধে তুলে ধরেছে এই আন্দোলনের সফলতা। দেখিয়েছেন আন্দোলনের বিভেদকামী শক্তির স্বরূপটিকে। আমার মতো বহু পাঠককেই আপনারা আশ্বস্ত করেছেন যে এই আন্দোলনের গতিধারা বজায় থাকবে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলির মধ্য দিয়ে। ঠিক সেই কারণেই চাই আপনাদের পত্রিকাটির নিরীক্ষার দৃষ্টি প্রসারিত হোক জনজীবনের আরও বহু সমস্যায়। দেখা যাচ্ছে দেশের মধ্যে ও আমাদের রাজ্যে ঘটে চলেছে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। যেখানে ধারাবাহিক ভাবে ঘটছে প্রাণহানি, সম্পদ ও জমি হারানোর মতো ঘটনা।

দেখা যাচ্ছে, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় উত্তরপ্রদেশের নির্দলপ্রার্থীর বিজয় উৎসবে আরতিরত মহিলাদের উপর হুল্লোড়বাজদের আগুন লাগানোর ঘটনা, বাঙ্গালোরের ইবি হাসপাতালে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে এক জনের মৃত্যু। মহারাষ্ট্রের পুণের একটি বিল্ডিংয়ে আগুন। ৭ জনকে দমকল বাহিনী উদ্ধার করলেও বাকি যারা ছিলেন তাদের কী হল? পরে কলকাতার এক বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১৬টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কেরালার মন্দিরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন মারা যান, বাঙ্গালোরে করাত কলে আগুন লাগার ঘটনায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, ভুবনেশ্বরের পোশাকের দোকানে আগুন লেগে পরপর বহু দোকানের পোশাক পুড়ে ছাই, ক্ষতির পরিমাণ অনেক, দেশজুড়ে দেওয়ালি উৎসব পালনের সময় আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়েছে জনজীবন। এ সবে বিরাজমান শাসকের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি।

এই আগুন লাগার ঘটনা আমাদের রাজ্যেও ঘটেছে একের পর এক। কলকাতার নিজাম প্যালেসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত করছে সিবিআই, কিন্তু তদন্ত যে কী হচ্ছে জনমানসের আড়ালেই আছে। ৮ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ঘুটিয়ারি শরিফের রেলস্টেশনে ও পাশের ঝুপড়িতে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, ২৩ অক্টোবরের উল্টোডাঙার বসতিতে আগুন লেগে ১০টি বাড়ি পুড়ে ছাই, ১৬ নভেম্বর কলকাতায় ঘটে যায় আর একটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ২৩ নভেম্বর আগুন লাগে কাঁকুলিয়ায় বসতিতে। এই সব অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কী হল? তাঁদের পুনর্বাসনের কী হল? কী ভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ করবে সরকার তার কিছুই জনমানসে স্পষ্ট নয়। আপনাদের কাছে আবেদন, সত্যানুসন্ধানী নজরে এই বিষয়গুলি জনমানসে স্পষ্ট করে তুলে ধরুন এগুলি সাধারণ অগ্নিকাণ্ড, না কি এর পিছনে কোনও জমি হাঙরদের চক্রান্তও কাজ করছে?

মেঘমালা দাস
কলকাতা - ২৫

রেলে নিয়োগ সহ নানা দাবিতে ডিআরএম-কে স্মারকলিপি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুর স্টেশনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন থামানো, আসানসোল স্টেশন থেকে আসানসোল এক্সপ্রেসের সাথে লিংক ট্রেন চালু, ট্রেনে দুর্নীতি ও অপরাধ রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং সিনিয়র সিটিজেনদের কনসেশন পুনরায় চালু করা, শূন্যপদে নিয়োগ, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ট্রেন ও অতিরিক্ত কামরার ব্যবস্থা করার দাবিতে ২৯ নভেম্বর রূপনারায়ণপুর স্টেশন ম্যানেজার ও একই সাথে আসানসোল ডিআরএম-কেও স্মারকলিপি দেওয়া হয় এআই ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক শঙ্খ কর্মকার, আনন্দরূপ রায়, সুজয় শেঠ, সন্তোষ মুদী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এর সাথে সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি কমরেড স্বপন মুন্সির নেতৃত্বে দুর্গাপুর স্টেশনে রেল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শূন্যপদে নিয়োগ, দুর্ঘটনা আটকানো, সাধারণ কামরা বৃদ্ধি সহ পরিষেবা সংক্রান্ত নানা দাবিতে শিয়ালদা শাখার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেয় সংগঠন। সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক সমর চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ডিআরএম-এর সাথে দেখা করেন। তিনি দাবিগুলির সাথে একমত হন। রাজ্যজুড়ে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বেলডাঙা রেলগেটে উড়ালপুল নির্মাণ সহ উপরোক্ত ১৩ দফা দাবিতে নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনে বিক্ষোভ এবং স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনের চাপে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে এক হাজারটি সাধারণ স্লিপার কোচ বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। শূন্যপদে নিয়োগের কথা বললেও দ্রুত শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। দাবিগুলি পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের যথোপযুক্ত পদক্ষেপের দাবিতে রাজ্যে ২৫ থেকে ২৯ নভেম্বর সমস্ত জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশেরও বেশি স্টেশনে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস

একের পাতার পর

প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

ভারতে বিজেপি শুধু হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটাচ্ছে তাই নয়, প্রাদেশিকতা-জাত-পাত-উপজাতি ও বর্ণগত বিভাজন ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলছে। বিজেপি শাসিত মণিপুর এখন বীভৎস জাতিদাঙ্গায় রক্তস্রোতে ভাসছে। এই সাম্প্রদায়িকতা অবিভক্ত ভারতবর্ষে নবজাগরণের মনীষীদের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর যোদ্ধাদের স্বপ্নকেও ধূলিসাৎ করছে এবং গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাকেও নিশ্চিহ্ন করছে। মনে রাখতে হবে ভারত এবং বাংলাদেশ— দুই দেশেরই সাম্প্রদায়িক শক্তি একে অপরের পরিপূরক এবং একে অপরকে শক্তিশালী করছে। যখন চরম দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাই ইত্যাদি পুঁজিবাদসৃষ্ট সংকটে জনজীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত এবং এই সবের বিরুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম একান্ত প্রয়োজন, তখন সাম্প্রদায়িকতা সেই ঐক্যকেই বিনষ্ট করছে। দুই দেশের ক্ষেত্রেই কথাটি সত্য।

এ দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তির উগ্র ধর্মান্ধতার যে কুৎসিত রাজনীতি শোষিত মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে এবং যে ভাবে ক্ষমতাসীন দলের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করছে, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের স্বার্থ এক। সরকার ও শাসক শ্রেণির জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আদর্শভিত্তিক গণআন্দোলনের পথেই আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যথাযথ লড়াই লড়তে পারি। ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত-অঞ্চল নির্বিশেষে সমস্ত দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে এগিয়ে এসে সেই গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

আগামী ৬ ডিসেম্বর দিনটিতে আমরা সাম্প্রদায়িক শক্তির সমস্ত রকম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রতিরোধ সংগ্রামের শপথ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশে প্রতি চার জনে একজন দিনমজুর আত্মহত্যা করেন

ভারতে যত মানুষ আত্মহত্যা করেন, তাঁদের প্রতি চার জনের মধ্যে এক জন দিনমজুর। সংসদে গত বছরের শেষ দিকে এক প্রশ্নের উত্তরে ২০১৯-২১ সালের এই তথ্য পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-এর তুলনায় ২০২১-এ আত্মঘাতী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ১২ হাজার। ২০২১ সালে প্রতিদিন গড়ে ১১৫ জন দিনমজুর আত্মহত্যা করেছেন। ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

এই দিনমজুরদের মধ্যে যেমন রয়েছেন খেতমজুর তেমনই রয়েছেন নানা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষ। সরকার বা প্রশাসন আত্মহত্যার কারণ হিসাবে পারিবারিক সমস্যা, অসুস্থতা, ড্রাগ ও মদের নেশাকে দায়ী করে। কিন্তু বাস্তবটা তা নয়। যুক্তির খাতিরে যদি এগুলিই মজুরদের আত্মহত্যার কারণ ধরে নেওয়া হয়, তা হলেও সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে?

বাস্তবে আত্মহত্যার প্রধান কারণগুলি হল— ন্যায্য মজুরি এমনকি প্রাপ্য মজুরিও না পাওয়া, স্বল্প বা অনিয়মিত আয়, কাজের অনিশ্চয়তা, কাজের অত্যধিক সময় ও অমানুষিক চাপ, ছাঁটাই, ঋণের ভার এবং ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুরবস্থা। এ ছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অমানবিক। শ্রমিকদের জন্য সোসাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামেই রয়েছে, নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক হওয়ার কারণে এঁদের দাবিদাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোর জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও রয়েছে সমস্যা। শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা যতটুকু ছিল, নতুন লেবার কোড চালু করে মোদি সরকার সেটাও কেড়ে নিয়েছে।

২০২০-২১-এ করোনা অতিমারির কারণে বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা তাদের ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। সেই সব সংস্থার কর্মী সহ অসংখ্য মানুষ রোজগার হারিয়েছেন। তারপর আর সুদিন দেখতে পাননি তারা। তারা পরিজনদের বাঁচাতে হন্যে হয়ে যে কোনও একটা কাজকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু কোথায় কাজ! সরকারের কর্মসংস্থানের প্রচারই সার। অনেকেই ধার করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু মেটাতে পারেননি দেনা। কোথাও কোনও দিশা দেখতে না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে।

মজুররা যাতে আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য না হন, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কী ভূমিকা নিয়েছে, রাজ্য সরকারগুলিই বা কী পদক্ষেপ নিয়েছে? সংসদে উত্তর দিতে গিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংহ যাদব অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য নানা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, বিমা, স্বাস্থ্যবিমার উল্লেখ করেই দায়িত্ব সেরেছেন। খেতমজুরদের প্রাপ্ত মজুরি জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কি না, তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে তাদের মজুরি-বৃদ্ধি নিয়েও সরকারের কোনও ভাবনা নেই। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে মনগড়া হিসাবে মজুরি নির্ধারণ করছে সরকার, যাতে পরিবারের সব খরচ চলা দূরের কথা, পেট চালানোই দায়।

যে একশো দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষেত্রের বহু মানুষ অল্প কিছু হলেও রোজগার করেন, তাতেও বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে সরকার। জবকার্ডের সাথে আধার কার্ডের বা ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ হয়নি এ রকম নানা কারণে গত ছয় মাসেই শুধু ৩৯ লক্ষ শ্রমিকের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে। মূল্যবৃদ্ধি রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলিকে কিছুটা সুরাহা দিতে পারত সরকার, তারও কোনও উদ্যোগ নেই। রাজ্য সরকারও কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলেই দায়িত্ব সেরেছে।

মালিকরাই যে আসলে শ্রমিকদের বঞ্চিত-শোষিত করে তাদের বিপর্যয়কর অবস্থা তৈরি করে, শ্রমিকদের দুরবস্থার জন্য যে মালিকরাই দায়ী, সে কথা প্রকাশ না করে শ্রমিকদের দিকেই আঙুল তুলে মালিক বলে— শ্রমিকরা অসাধু, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়াসক্ত। বলে, তাদের অসংযত চরিত্রই তাদের সব দুঃখকষ্টের মূল। কিন্তু আসলে শ্রমিকের দুঃখকষ্টের মূল কারণ যে মালিকী শোষণ, তা আড়াল করে। অন্য দিকে উৎপাদনকারী শ্রমিককে উৎপাদিত সম্পদের মালিক মানতে অস্বীকার করে।

পুঁজিবাদী এই উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকের সেবাদাস সরকারগুলি যে নীতি নির্ধারণ করে, তাতে শ্রমিক-শোষণের স্টিমরোলার চালাতে সুবিধা হয় মালিকদের। তাদের মালিক-তোষণ নীতির কারণেই এত বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাইয়ের বাড়বাড়ন্ত। দু'বেলা প্রাণপাত পরিশ্রম করেও সাধারণ মানুষের জীবনে আনন্দের লেশমাত্র নেই, রয়েছে হাজারো সমস্যার ঘনঘটা। সেজন্যই অনেক মজুর আত্মহত্যা করে জীবনের যন্ত্রণা এড়ানোর চেষ্টা করে।

এই ব্যবস্থার কানাগলি থেকে বেরনোর জন্য চাই সঠিক শ্রেণিচেতনার ভিত্তিতে সঠিক নেতৃত্বে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মজুরদের আপসহীন লড়াই।

জার্মানিতে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক কারখানা

(অর্থনৈতিক সংকটে জেরবার গোটা পুঁজিবাদী বিশ্ব। জার্মানির মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশও ব্যতিক্রম নয়। এ বিষয়ে সে দেশের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল এমএলপিডি-র একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হল।)

বাজার সংকট সামাল দিতে জার্মানির বিশ্ববিখ্যাত মোটরগাড়ি শিল্প 'ভক্সওয়াগন' তার তিনটে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার কর্মচ্যুত শ্রমিক সপরিবারে পথে বসবে। ইতিমধ্যেই চলছে লে-অফের বন্যা এবং দশ শতাংশ থেকে আঠেরো শতাংশ পর্যন্ত বেতন হ্রাস। মালিকপক্ষ অবশ্য অজুহাত দিচ্ছে যে, লাভজনক ভাবে কারখানা চালানো এবং শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজন থেকেই এই পদক্ষেপ। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলো একে শ্রমিকদের সপরিবারে অনাহারের মুখে ঠেলে দেওয়ার চূড়ান্ত শ্রমিকবিরোধী পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করছেন।

শুধু ভক্সওয়াগনই নয়, থাইসেন, বস্চ, জেডএফ, ফোর্ড, ওপেল, মার্সিডিজ-বেনজ, এয়ারবাস প্রভৃতি একটার পর একটা জার্মান কর্পোরেট সংস্থায় হাজার হাজার কর্মসংকোচন চলেছে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, কিন্তু সে তুলনায় যতটুকু বেতনবৃদ্ধি হচ্ছে তা খুবই সামান্য। একচেটিয়া মালিকানাধীন ধাতু ও বৈদ্যুতিন শিল্পে মাত্র ১.৭ শতাংশ বেতনবৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু তাও কার্যকর হবে ২০২৫ সালের জুলাই থেকে। আইজি মেটাল শ্রমিক ইউনিয়ন মাত্র ৭ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি করেছে কিন্তু সেটাও বিগত বেশ কয়েক বছরের বেতন হ্রাসের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো শ্রমিক-কর্মচারীবিরোধী প্রচারে নেমে পড়েছে। প্রখ্যাত 'বিল্ড' সংবাদপত্র ভক্সওয়াগন শ্রমিক-কর্মচারীরা কত সুযোগসুবিধে পায় তার অর্ধসত্য তথ্য প্রচার করে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জনমানসে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃত তথ্য হল এই কারখানার একজন অ্যাসেম্বলিং শ্রমিক বোনাস সহ সমস্ত রকম ভাতা মিলিয়ে মাসে গড়ে ৩৬৫০ ইউরো মাইনে পান। ম্যানেজমেন্টকর্মচারীদের বেতন সহ ভক্সওয়াগনের মোট বেতন-বাবদ খরচ হল তার মোট বার্ষিক আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ। এ দিকে মাত্র দশজন বোর্ড মেম্বারের বার্ষিক বেতন হচ্ছে বছরে ৪ কোটি ইউরো। এই শিল্পের বাউনাটাল শহরের একটি শাখায় আবার মোট আয়ের মাত্র ১.৫ শতাংশ বেতন খাতে খরচ হয়। হিসেবে দেখা গেছে একজন ভক্সওয়াগন শ্রমিক প্রতি ঘন্টায় যা বেতন পান সেই পরিমাণ মূল্য তিনি ৫ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই উৎপাদন করে ফেলেন। এর থেকেই বোঝা যায় ভক্সওয়াগন কারখানাগুলোতে শ্রমিকরা কী নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছেন! তাদের শ্রমশক্তির ২০ শতাংশ বেতন দিয়ে ৮০ শতাংশই লুটছে মালিক।

কর্পোরেট সংবাদপত্রগুলির দ্বিতীয় মিথ্যাচারটি হল, জার্মানির মোটরগাড়ি, ইস্পাত, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পে নাকি পরিবেশ রক্ষা খাতে অতিরিক্ত খরচ করা হচ্ছে যার বিরূপ প্রভাব গোটা অর্থনীতির উপর পড়ছে। চরম দক্ষিণপন্থী জার্মান রাজনৈতিক দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি) বলছে, পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলো ঈপ্সিত লাভ করতে পারছে না এবং এই জন্য তারা যানবাহনের বৈদ্যুতিকীকরণের বিরোধিতা করছে। কিন্তু মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার জন্যই পরিবেশ দূষণ রোধ করা আজ সারা পৃথিবী জুড়েই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান। এজন্য ডিজেল চালিত গাড়ি কমিয়ে বেশি বেশি করে বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানো একান্তই প্রয়োজন। তবে দেখতে হবে এর ফলে যেন কর্মসংকোচন না ঘটে। পেট্রল-ডিজেলে চালিত যানবাহনের পরিবর্তে বিদ্যুৎ, হাইড্রোজেন চালিত গাড়ি ব্যবহার, রেলপথকে পরিবহণের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার এবং তার সম্প্রসারণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে বরং আরও অসংখ্য কর্ম সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং সপ্তাহে তিরিশ ঘন্টা কাজের বিনিময়েই শ্রমিক কর্মচারীদের পুরো বেতন দেওয়া সম্ভব হবে।

মোটরগাড়ি, বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ সহ জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পে এই অভূতপূর্ব সংকটকে সামাল দিতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা বিশ্ববাজারে 'জার্মানির স্বার্থই প্রথম' এই ধুয়ো তুলছে। হুবহু যেরকম 'আমেরিকা ফার্স্ট' ধুয়ো তুলে সম্প্রতি ভোটে বাজিমাত করলেন সে দেশের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু জার্মানির মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দল এমএলপিডি এই উগ্র দক্ষিণপন্থী স্লোগানকে ধিক্কার জানিয়ে বলেছে যে, এ কথা সত্য জার্মানি এখন গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই সংকট পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিয়মেরই সংকট। তাই এই সংকটের দায় শ্রমিক শ্রেণির ওপর চাপানো চলবে না। সে দেশের শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক সংগঠনগুলি মুখে সংগ্রামের কথা বললেও কার্যত শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক বিক্ষোভকে একটু প্রশমিত করতে জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শুল্‌জও ভক্সওয়াগন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন যেন কর্মসংকোচন না করা হয়। অতীতেও তিনি এই ধরনের আবেদন করেছেন। কিন্তু শিল্পপতিরা তাতে কর্ণপাত করেনি বরং ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই করেছে।

এই অবস্থায় এমএলপিডি দল পুঁজিপতি শ্রেণির সর্বাত্মক শ্রমিকস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। সর্বস্তরে কমপক্ষে ৭ শতাংশ বেতনবৃদ্ধি, সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা কাজ, সমস্ত অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের স্থায়ী করা প্রভৃতি দাবি তুলেছে এবং এই সব দাবিতে গোটা জার্মানি জুড়ে সমস্ত শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের যুক্ত করে সর্বাত্মক ধর্মঘট ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। তারা আরও দাবি করেছে যে, ধর্মঘট করা শ্রমিক শ্রেণির ন্যায়সঙ্গত অধিকার। সেই অধিকার খর্ব করা চলবে না এবং ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের বেতন কাটা বা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলবে না। তাদের দাবি, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ধনকুবেরদের কাছ থেকে পরিবেশ কর আদায় করে পরিবেশ রক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে যথার্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণিকে সামিলের আহ্বান জানিয়েছে এমএলপিডি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 17 Bengali Weekly December 6, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

এ আই ইউ টি ইউ সি-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প রক্ষা করা, পুরনো পেনশন স্কিম ফিরিয়ে আনা, সরকারি কাজে আউটসোর্সিং ও ঠিকেদারি বন্ধ করা, ন্যূনতম মজুরি ২৮ হাজার টাকা করা সহ শ্রমিকদের নানা দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৪ নভেম্বর ভোপালে। সম্মেলন থেকে কমরেড লোকেশ শর্মাকে সভাপতি, রূপেশ জৈনকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৫ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে
দিল্লির যন্তর মন্তরে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে ৩০ নভেম্বর বিক্ষোভ দেখাল এআইডিএসও। সর্বভারতীয় এই বিক্ষোভ সভায় বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র-নেতারা তাঁদের রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োগের নানা কুফলের খতিয়ান তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা এআইডিএসও সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ বলেন,

জাতীয় শিক্ষানীতি একটি ছাত্রবিরোধী, শিক্ষাবিরোধী নীতি যা এই দেশের ধনকুবের শাসকগোষ্ঠীর মুনাফা কামানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলিকে হয় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অথবা একাধিক স্কুল সংযুক্ত করে একটি স্কুলে পরিণত করা হচ্ছে এবং সেই সাথে ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

দেশের মানুষের মধ্যে বিভাজনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার সিলেবাসে সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢোকানো হচ্ছে এবং মানবিক গুণসম্পন্ন সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বা সংকুচিত করা হচ্ছে। জনশিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব বাঁচাতে দেশের ৭৮৭টি জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তিনি ছাত্রদের আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সৌরভ ঘোষ।

জয়নগরে শ্রমিক সম্মেলন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে এ আই ইউ টি ইউ সি-র বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগরের রূপ ও অরূপ মঞ্চে। মৎস্যজীবী, পরিযায়ী শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, অটো ও জিও চালক, রিক্সা-ভ্যানচালক, স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প শ্রমিক, সিএইচজি, জরি শ্রমিক, আশা, আইসিডিএস, মিড-ডে মিল কর্মী, সরকারি কর্মচারী, বিদ্যুৎ ও ব্যাঙ্ককর্মী সহ প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক ছিলেন এই সম্মেলনে। কমরেড গৌরহরি মিস্ত্রিকে সভাপতি ও কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারকে সম্পাদক করে ৩৩ জনের শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

আসামের নানা স্থানের নাম বদল সাম্প্রদায়িক মতলব থেকেই — এস ইউ সি আই (সি)

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত করিমগঞ্জ শহর সহ আসামের অন্যান্য জায়গার নাম পরিবর্তনের যে সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকার নিয়েছে, তার বিরোধিতা করেছে এস ইউ সি আই (সি)। দলের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস ২৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন,

কেন্দ্রের এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারগুলি কোনও না কোনও অজুহাতে জনমতকে উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন জায়গার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত নাম যেমন খুশি বদলে দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তারা মুসলিম নামে অভিহিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত জায়গাগুলি প্রথমেই বেছে নিয়েছে। এই ভাবেই আসামের করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করার অধ্যাদেশ জারি করেছে। এই ধরনের কার্যকলাপ উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই উদ্ভূত এবং এই ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত কার্যকলাপ জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের সকল জনগণের ঐক্য এবং সংহতি— বিশেষ করে ভারতের হিন্দু-মুসলমান জনতার ঐক্য এবং সম্প্রতির মূলেই কুঠারাঘাত করছে। আমরা নাম পরিবর্তন করার এই হীন কার্যকলাপের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি করছি।

আসামের জনসাধারণের প্রতি আমাদের আহ্বান, ঐক্য-সম্প্রীতি এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার পরিপন্থী— এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

করিমগঞ্জ জেলার জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান —অবিলম্বে করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করার অধ্যাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে সমগ্র উপত্যকায় তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলুন।

মিড ডে মিলে ছাত্রপিছু বরাদ্দ ২০ টাকা করার দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মিড-ডে মিলে ছাত্র পিছু বরাদ্দ প্রাথমিক স্তরে মাত্র ৭৪ বয়সা এবং উচ্চপ্রাথমিকে মাত্র ১ টাকা ১২ পয়সা বাড়িয়েছে। তাতে মোট বরাদ্দ দাঁড়াল যথাক্রমে ৬ টাকা ১৯ পয়সা ও ৯ টাকা ২৯ পয়সা। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ন্যক্কারজনক ভাবে মিড ডে মিলে এই অতি সামান্য বরাদ্দ করেছে। অথচ এই সরকারই একচেটিয়া ও বহুজাতিক পুঁজিপতিদের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা কর ছাড় দিচ্ছে, তাদের বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে দিচ্ছে, তাদের বিপুল ভর্তুকি দিচ্ছে। দারিদ্রপীড়িত স্কুল ছাত্রদের ন্যূনতম পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় এইটুকু তহবিলের সংস্থান করার কাজে সরকার যে রকম কার্পণ্য করে চলেছে, তা চরম নিন্দনীয়।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী বিবেকবান মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, মিড ডে মিলের বরাদ্দ প্রাথমিকে ছাত্র পিছু অন্তত ১৬ টাকা এবং উচ্চপ্রাথমিকে ২০ টাকা করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে সোচ্চার হোন।

মিড-ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ নামমাত্র বাড়ানোর প্রতিবাদ

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-ডে মিল প্রকল্পে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা। কিন্তু খাবারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন তা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার করেনি। উপযুক্ত পরিমাণে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিতে এআইইউটিইউসি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি জানিয়েছে। ২৮ নভেম্বর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এবং বছরে ১২ মাসই বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মিড ডে মিল প্রকল্পে নামমাত্র বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৯ নভেম্বর কলকাতায় এসপ্ল্যানেড মোড়ে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী কেন্দ্রীয় সরকারের কালা নির্দেশিকা পোড়ান। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা কর বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি বাজারদর অনুযায়ী বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে, তা হলে আন্দোলন তীব্র হবে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com